দৈনিক নয়া দিগন্ত

সাত মাত্রার ভূমিকম্পে ধসে পড়বে ঢাকার ১৪ ভাগ বাড়ি   পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, শুক্রবার, ৫ জুন ২০০৯, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, ১০ জমাদিউস সানি ১৪৩০

- প্রথম পাতা
- শেষের পাতা
- দ্বিতীয় পাতা
- পনের পাতা
- সম্পাদকীয়
- উপ-সম্পাদকীয়
- নগর-মহানগর
- বাংলার দিগন্ত
- ক্রীড়া দিগন্ত
- অর্থ শিল্প-বাণিজ্য
- অন্য দিগন্ত
- আজকের কম্পিউটার
- চিঠিপত্র
- দিগন্ত সাহিত্য
- আগডুম বাগডুম
- ইসলামী দিগন্ত

পুরনো পত্রিকা

উপসম্পাদকীয়

- টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ?

টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ?

ডা. ও য়া জে দ এ খা ন

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি রাজ্য মনিপুরে বরাক ও টুইভাই নদীর সংযোগস্থলে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেটে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধের মতো টিপাইমুখ বাঁধও সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা অববাহিকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে এমন আশঙ্কা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে জনমনে। প্রবাসেও বাংলাদেশীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছেন টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে। নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালু ও সেক্রেটারি সৈয়দ টিপু সুলতান টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে এমন মন্তব্য করেন। পক্ষান্তরে, একই সভায় অংশ নেয়া বিশিষ্ট পানিবিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার ড. সুফিয়ান খন্দকার টিপাইমুখ বহুমুখী পানিবিদ্যুৎ প্রকল্পকে বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, টিপাইমুখ বাঁধের কারণে ভাটি এলাকা মিজোরাম ও আসামের কাছার জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত বরাক নদীর মতো সুরমা-কুশিয়ারাতেও শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে নিয়ন্ত্রিত অথচ পরিমিত পানি পাওয়া যাবে। তবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, টিপাইমুখের ভাটিতে প্রস্তাবিত ফুলের তাল বাঁধ নিয়ে। তিনি বলেন, ফুলের তাল বাঁধের কাজ বাস্তবায়ন হলে সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনা অববাহিকা পতিত হবে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। পানি বিশেষজ্ঞ না হলেও টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ এ বিতর্ক থেকেই আমার এ লেখা।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ, গাঙ্গেয় অববাহিকায় সৃষ্ট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বদ্বীপ। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে নদীর অবদান অপরিসীম। এক কথায় নদীই কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের প্রাণ। বর্ষা মৌসুমে প্রমত্তা নদী সর্বগ্রাসী মূর্তি ধারণ করলেও এসব নদীরও একটি ধর্ম আছে। আর তা হলো নদী এক কূল ভাঙলে অপর কূল গড়ে তোলে। ভূপ্রকৃতিগত কারণে ৫৪টি নদী ভারত ও তিনটি নদী মিয়ানমার থেকে উৎসরণের পর বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মিশে গেছে বঙ্গোপসাগরে। কিন্তু প্রকৃতি সৃষ্ট

এ নদীর গতিপ্রবাহ করায়ত্ত করে পানি আগ্রাসীর ভূমিকায় মেতে উঠেছে উজানের দেশ ভারত। গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ, গজল ডোবায় তিস্তা নদীতে ব্যারাজ তৈরি করে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে মরুময় করে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ তৈরি করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে ভারত। ভারত চাচ্ছে বাংলাদেশকে সব দিক থেকে প্রতিবেশ আগ্রাসনের শিকারে পরিণত করতে। আর তারই অংশ হিসেবে বহুমুখী টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে আন্তর্জাতিক পানি শাসন আইনের কোনো ধরনের তোয়াক্কা না করেই। ভাটির দেশ বাংলাদেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করার তো দূরের কথা, খোদ মনিপুর রাজ্যের কয়েক লাখ মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দশার কথাও আমলে নিচ্ছে না ভারত সরকার।

টিপাইমুখ বহুমুখী বাঁধ প্রকল্প

ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অবহেলিত রাজ্য মনিপুরের টিপাইমুখ নামক স্থানে ওই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বরাক ও টুইভাই নদীর সঙ্গমস্থলে জলাধার ও পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বহুমুখী প্রকল্প হাতে নেয় ১৯৫৪ সালে। বরাক নদীর ভাটিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আসাম রাজ্য সরকারের অনুরোধে টিপাইমুখ বাঁধের পরিকল্পনা নেয়া হলেও ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তা বন্ধ থাকে কেন্দ্রীয় পানি ও বিদ্যুৎ কমিশনের সুপারিশে। তারপর বিভিন্ন সময় এ বাঁধের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর ১৯৯৫ সালে আবার তা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সালে তা নাকচ হয়ে যায় মনিপুর রাজ্য বিধান সভায়। নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার করপোরেশন (নিপকো) এ প্রকল্পের দায়িত্ব নেয় ১৯৯৯ সালে। এ অবস্থায় ২০০১ সালে মনিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ থাকাকালীন রাজ্য সরকারের গভর্নর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অনুমতি দেন। ২০০৩ সালে বিশাল অঙ্কের প্রকল্প বাজেট পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধি মনিপুরবাসীর প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর। মিজোরামের অংশবিশেষ এবং আসামের কাছার জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ৫০০ ফুট উঁচু ও এক হাজার ৫০০ ফুট দীর্ঘ এ প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এক হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে মাত্র ৪১২ মেগাওয়াট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ শতাধিক ফুট উঁচুতে নির্মীয়মান এর জলাধারে পানি ধারণক্ষমতা থাকবে ১৫ হাজার ৯০০ মিলিয়ন কিউবেক মিটার। প্রকল্পটি ২০১১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও এর নির্মাণকাজ এখন বন্ধ রয়েছে।

টিপাইমুখ বাঁধের ক্ষতিকর প্রভাব

টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প কার্যকর হলে বাংলাদেশের সুরমা-কুশিয়ারা ও মেঘনা অববাহিকা অঞ্চলের বৃহত্তর সিলেটসহ ১৬ জেলার তিন কোটি মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। শুষ্ক মৌসুমে নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাবে। ব্যাহত হবে সেচ প্রকল্প। ফলে মৎস্য ও চা বাগানসহ কৃষি ক্ষেত্র এবং সুন্দরবন, হাওর-বাঁওড় হারিয়ে যাবে। ব্যাহত হবে সেচ প্রকল্প। ফলে মৎস্য ও চা বাগানসহ কৃষি ক্ষেত্র ও সুন্দরবন, হাওর-বাঁওড়, জলাভূমিসহ প্রাণী বৈচিত্র্যে নেমে আসবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে পতন ঘটবে, বিঘ্নিত হবে নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ, সামুদ্রিক লোনা পানি চলে আসবে উজানের দিকে। টিপাইমুখ বাঁধের কারণে ওই অঞ্চলের সার কারখানা, বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ শিল্পকারখানা পড়বে হুমকির মুখে। টিপাইমুখ বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে মনিপুর রাজ্যেও। বাঁধের কারণে ডুবে যাবে ৩১১ বর্গমাইল এলাকা। বিলীনহ হবে ৯০টি গ্রামের অস্তিত্ব। পাহাড়ি এ এলাকাকে মুখোমুখি করবে মারাত্মক ভূমিকম্পের। গত দেড় শতাব্দীতে টিপাইমুখের ৬০ মাইলের মধ্যে সাত ডিগ্রি রিখটার স্কেলের ওপরে দু’টি ভূমিকম্পের ঘটনায় জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। খরস্রোতা বরাক নদীর এক-তৃতীয়াংশ ভারতে ও বাকি দুই-তৃতীয়াংশের প্রবাহ সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা অববাহিকায়। বরাক নদী আসামের কাছার

জেলার ভাটিতে এসে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দু'টি ধারায় বিভক্ত হয়ে সিলেটের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবের আগে ফের মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। আর এ মেঘনাই চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। এমনিতেই টিপাইমুখ বাঁধ কার্যকর হলে বাংলাদেশ আদৌ পানির ন্যায্য হিস্যা পাবে কি না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় ফুলের তাল বাঁধ নির্মাণ করা হলে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে আসামের অমলসিধের কাছে বরাকের পানিপ্রবাহ স্বাভাবিকের চেয়ে ২৫ ভাগ হ্রাস পাবে। ফলে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সুরমা-কুশিয়ারা বিধৌত সিলেট এলাকায়।

আন্তর্জাতিক পানি শাসন আইন

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে একই নদী কয়েকটি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিয়ার ও সুইটলাজ নদী। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীল নদের ধারায় স্নাত হচ্ছে মিসর, সুদান, উগান্ডা, তাঞ্জানিয়া, রোয়ান্ডাসহ আফ্রিকার বেশ ক'টি দেশ। বিশ্বের সপ্তম দীর্ঘতম নদী মেকং চীন থেকে শুরু করে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আসছে অনাধিকাল থেকে। আন্তর্জাতিক পানি শাসন আইন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রতিটি দেশই অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পেয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান সিন্ধু অববাহিকা পানি চুক্তিটি বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন নদীর পানিপ্রবাহ চুক্তির ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য হতে পারে। উপমহাদেশের বিভক্তির পর ভারত উজানের দেশ হিসেবে তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পাকিস্তানে প্রবাহিত অভিন্ন নদীর পানি প্রত্যাহার করে আসছিল। ফলে সেচনির্ভর পাকিস্তানের কৃষিব্যবস্থা পড়ে মারাত্মক হুমকির মুখে। এভাবে সাময়িক চুক্তি হলেও পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে পাকিস্তান। এক পর্যায়ে ১৯৬০ সালে ভারতের বন্ধুপ্রতিম দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পাকিস্তান চাপ প্রয়োগ করে স্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষরে ভারতকে সম্মত করাতে। এ জন্য পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে হুমকি দেয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে চীনের সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে বলে। যুক্তরাষ্ট্র এ পরিস্থিতিতে ভারতকে রাজি করাতে সক্ষম হয় পর্দার অন্তরালে থেকে। বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর করাচিতে বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরপর তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হলেও চুক্তির ধারা-উপধারায় কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। অথচ ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে গঙ্গার পানিপ্রবাহ নিয়ে ভাটির অঞ্চল বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি তো দূরের কথা, কোনো ধরনের আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি ভারত। ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল ৪১ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ চালু করার কথা বাংলাদেশকে জানায় ভারত। দীর্ঘ ৩৫ বছরেও এ পরীক্ষা শেষ হয়নি। ভারত ফারাক্কার মাধ্যমে গঙ্গার পানি একতরফা প্রত্যাহার করে ভাগীরথী নদীতে নিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৯৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি ফারাক্কা চুক্তি হলেও বাংলাদেশ কখনোই গঙ্গার পানির ন্যায্য ও সম্মানজনক হিস্যা পায়নি। এরপর তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প চালু করেছে। এবার ভারত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে টিপাইমুখ বাঁধ। যে মুহূর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে যুক্তরাষ্ট্র গত এক দশকে বিভিন্ন নদীর শতাধিক বাঁধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য দেশও একই কাজ করছে। সেই মুহূর্তে ভারত একের পর এক নির্মাণ করে চলেছে মানব বিধ্বংসী বাঁধ। ঢাকায় ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারতের তৎকালীন পানিসম্পদমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশ মুন্সি টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প নিয়ে অভয় দিয়েছেন বাংলাদেশকে। সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শিবশংকর মেনন অনির্ধারিত সফরে বাংলাদেশে এসে টিপাইমুখ বাঁধ পরিদর্শনের আহ্বান জানান। দুই দেশের মধ্যকার অভিন্ন নদীর

পানি সমবণ্টনের জন্য জাতিসঙ্ঘের ৩৩ নম্বর চার্টার মানতে নারাজ ভারত। তারা বাংলাদেশকে দুর্বল ভেবে আন্তর্জাতিক ফোরামের চেয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সব কিছু অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিতে চায়। আমাদের নতজানু পররাষ্ট্র নীতি ও ভারতের আগ্রাসী ভূমিকার কারণে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় এসবের কোনো সুরাহা হবে না। এ জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাংক, জাতিসঙ্ঘ বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী তৃতীয় কোনো পক্ষের মধ্যস্থতা। তাহলেই সম্ভব সিন্ধু নদের পানি চুক্তির মতো বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও এর সার্বভৌমত্ব ও ন্যায্য অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এখতিয়ার কারো নেই। ফারাক্কার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ভারত প্রদত্ত কোনো অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হতে পারছে না বাংলাদেশ। সার্বিক বিবেচনায় টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ এমন ধারণাই পোষণ করছেন বাংলাদেশীরা।

লেখক ঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ’র সম্পাদক
weeklybangladesh@mindspring.com

HOME E-MAIL TOP